আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না।

সূরা আল ইমরান ৯১

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ১৯ জমাদিউল উলা ১৪৪৮ ॥ ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ১৪৫ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

আজকের পৃথিবীতে জোর যার মুল্লুক তার: প্রধান বিচারপতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জোবায়ের রহমান চৌধুরী বলেছেন, আজকের পৃথিবীতে 'জোর যার মুল্লুক ২ এর পাতায় দেখুন

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে: পরওয়ার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ২ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতি-লুটপাট-দখলদারত্বের পরিকল্পনা নিয়ে তারেক রহমান লন্ডন থেকে এসেছেন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দেশ পরিচালনার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ২ এর পাতায় দেখুন

সরকারি বাসার ভাড়াটে-সাবলেট গ্রহীদের সরানোর নির্দেশ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

সরকারি বাসা বরাদ্দ নিয়ে নিজে বসবাস না করে অন্যের কাছে ভাড়া বা সাবলেট দিয়েছেন–এমন সরকারি চাকরিজীবীদের ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে কোস্ট গার্ডের

জাহাজের ধাক্কায় গমবোঝাই কার্গোয় ফাটোল, পাঁচ স্পিডবোট ডুবি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল নগর-সংলগ্ন কীর্তনখোলা নদীতে কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজের ধাক্কায় ৩০০ টন গমবোঝাই খাদ্যগুদামের একটি কার্গোর তলা ফেটে গেছে। এ সময় পাঁচটি স্পিডবোট ডুবে যায়। শুক্রবার সকালে কীর্তনখোলা নদীর ডিসি ঘাট-সংলগ্ন খাদ্যগুদামের পন্টুন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৩০ শতাংশ গম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।

দুর্ঘটনার শিকার কার্গোর ইনচার্জ মানিক হোসেন জানান, কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডি বি পাপিয়া নামের গমবোঝাই কার্গোটিকে ধাক্কা দেয়। এতে কার্গোর তলা ফেটে যায়। এ সময় আশপাশের কয়েকটি স্পিডবোট ডুবে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানিয়েছেন স্পিডবোট মালিক সমিতির নেতারা। একপর্যায়ে কার্গোর কর্মীদের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন প্রথমে উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। পরে ফায়ার সার্ভিস, কোস্ট গার্ড ও পুলিশ উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নেয়। তাদের প্রচেষ্টায় কার্গোটি ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। এতে গমের বেশির ভাগই উদ্ধার করা সম্ভব হয়। জানা গেছে, পাপিয়া নামের কার্গোটি খুলনা সাইলো থেকে ৩০০ টন গম নিয়ে বরিশালে এসেছিল। বরিশাল খাদ্য বিভাগের জেটিতে গম খালাসের অপেক্ষায় থাকার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বরিশাল ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পর তাঁদের দুটি দল তাৎক্ষণিকভাবে ২ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসির ফল আজ অপেক্ষা ফুরোলো সাড়ে ১২ লাখ শিক্ষার্থীর

কীর্তনখোলা ডেস্ক

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে আজ শনিবার (৩১ অক্টোবর) বেলা ১১টায়। এদিন একযোগে সারা দেশে এ ফল প্রকাশ করা হবে। সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফল প্রকাশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। এরপরই সারা দেশের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অনলাইনে ফল জানতে পারবেন। এর মধ্য দিয়ে সাড়ে ১২ লাখের বেশি পরীক্ষার্থীর প্রায় আড়াই মাসের অপেক্ষার অবসান ঘটবে। বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামান বলেন, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য প্রস্তুত। শনিবার বেলা ১১টায় এ ফল ঘোষণা করা হবে। প্রথমে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে এ ফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিতে ২ এর পাতায় দেখুন

পাঠ্যবইয়ে নৌকা-দাঁড়িপাল্লা খুঁজতে হচ্ছে 'বিশেষ কমিটি'

কীর্তনখোলা ডেস্ক

পাঠ্যবইয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতীক হিসেবে পরিচিত নৌকা ও দাঁড়িপাল্লার ছবি ব্যবহারের ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এ ঘটনায় এনসিটিবির ১৪ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দাঁড়িপাল্লা রাখার ঘটনায় একজন ও নৌকাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ১৩ জনকে বদলি করা হয়েছে।তবে শুধু চিহ্নিত ভুল সংশোধন করেই দায়িত্ব শেষ করতে চায় না এনসিটিবি। নতুন করে সব শ্রেণির সব পাঠ্যবই পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নৌকা ও দাঁড়িপাল্লার মতো বিতর্কিত কোনো ছবি বা অসঙ্গতি অন্য বইয়েও রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখবে ওই বিশেষ কমিটি। দ্রুত পর্যালোচনা শেষে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ করবে কমিটি। এনসিটিবির কর্মকর্তারা ২ এর পাতায় দেখুন

শের-ই বাংলার জন্মবার্ষিকীতে

বরিশালে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক জোটের সাহিত্য সম্মেলন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর চেয়ারম্যান, কবি আবদুল হাই শিকদার বলেছেন, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলাদেশের জাতির আত্মার প্রতীক। বাংলাদেশ যে কয়টি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্যতম ভিত্তি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। তিনি শুধু বাংলাকে ভালোবাসতেন না, ভালোবাসতেন বাংলার মাটিকেও। শেরে বাংলা না থাকলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ হতো না, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কিংবা মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ইতিহাসও ভিন্ন হতো। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় বরিশাল বিভাগীয় ২ এর পাতায় দেখুন

বাইকের সামনে নম্বরপ্লেট লাগানোর সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যন্ত

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মোটরসাইকেলের সামনের দিকে ম্যানুয়াল নম্বরপ্লেট সংযোজনের সময়সীমা বাড়িয়েছে সরকার। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত শর্ত মেনে মোটরসাইকেলের সামনে নম্বরপ্লেট সংযোজন করা যাবে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) বিআরটিএর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এর ২ এর পাতায় দেখুন

ইলিশের নিষেধাজ্ঞার ২২ দিনে বরিশাল বিভাগে ৫৩৬ জনের জেল

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ২২ দিনে ২ হাজার ৬৭৬টি অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। এ সময়ে ৮০০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ৭৩৯টি মামলায় ৫৩৬ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২২ দিনে আইন অমান্যকারীদের কাছ থেকে ১৮ লাখ ৪৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, নিষেধাজ্ঞার ২২ দিনে নিলাম থেকে ৩ লাখ ৩২ হাজার ৩০০ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়েছে। এ ছাড়া, এ ২২ দিনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় অভিযানে ২৫ কোটি ৭৪ লাখ ২৪ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ১ কোটি ৪২ লাখ ৩২ হাজার ৯০০ মিটার জাল জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযানে ১০ হাজার ৩৭ কেজি ইলিশও জব্দ করা হয়েছে। অভিযান চলাকালে বিভিন্ন অবতরণ কেন্দ্রে ৬২৩ বার, বিভিন্ন মাছঘাটে ৩ হাজার ২১৩ বার, বিভিন্ন আড়তে ৬ হাজার ৫০৫ বার এবং বাজারে ৪ হাজার ৩৫৩ বার পরিদর্শন করা হয়েছে।

বরিশালের সরকারি হাসপাতালে

হাম ও ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার, মৃত্যুর মিছিলে ১৩২

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে হাম উপসর্গ ও ডেঙ্গু নিয়ে সরকারী হাসপাতালেই ভর্তির সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজারের কাছে পৌঁছতে শুরু করেছে। এ মরণঘাতি রোগে সরকারী হাসপাতালগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ১৩২ জনে। এরমধ্যে সদ্য সমাপ্ত অক্টোবরেই এ দুটি রোগ ও তার উপসর্গ নিয়ে ভর্তির সংখ্যাটা ছিল প্রায় ১০ হাজার। যারমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। সমগ্র বরিশাল অঞ্চল জুড়ে হাম আক্রান্ত শিশুর সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। পরিস্থিতি ইতোমধ্যে অনেকটাই ৩ এর পাতায় দেখুন

তাহসিফের বাবা

আমার ছেলে সাঁতার জানতো সনদও ছিলো, ঘটনা ভিন্ন খাতে নেয়া হচ্ছে

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিমানবাহিনীর সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কে এম তাহসিফ সাউরি সাঁতার জানতেন। শুধু তা-ই নয়, পাইলট হিসেবে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সাঁতারের ওপর বড় ধরনের কোর্সও করেছিলেন তিনি। ছিল সেই কোর্সের সনদও।ফলে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) জিজ্ঞাসাবাদে 'বন্ধুস্থানীয় ছোট ভাই' দ্বীপের দেওয়া 'ধাওয়ার মুখে নদে ঝাঁপ দেওয়ার' তথ্য মানতে নারাজ তাহসিফের বাবা এ কে এম এনায়েতুল করিম। তার দাবি, ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) পিবিআইকে দ্বীপের দেওয়া তথ্যের বিষয়ে জানতে চাইলে এসব কথা বলেন তাহসিফের বাবা। তিনি বলেন, কেন তাহসিফকে ধাওয়া দিতে যাবে? এগুলো ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক থেকে পাঠক, সকলের মুক্ত মত......

হ্যালো ৯৯৯

বিষয়গুলো কি কাকতালীয়?

একদিকে গোয়েন্দা বৈঠক, অন্যদিকে রহস্যজনক মৃত্যু, প্রধানমন্ত্রীর বিমানেও যান্ত্রিক ত্রুটি! সবকিছুর পেছনে কি কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের ছায়া? ভারতীয় গোয়েন্দার সঙ্গে পরওয়ারের বৈঠকের পরই হাসিনার দেশত্যাগের ভিডিও প্রকাশ করা লেফটেন্যান্ট তাহসিফ সাউরির মরদেহ উদ্ধারের খবর সামনে এসেছে। অন্যদিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উড়াল দিতে পারেনি। তাঁকে বিমান থেকে নেমে আসতে হয়েছে।

ঘটনাগুলো আলাদা করে দেখলে হয়তো অনেকের কাছে স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু এতগুলো ঘটনা কাছাকাছি সময়ে ঘটায় জনমনে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। জামায়াত আসলে কী চাইছে? দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আড়ালে কি এমন কিছু ঘটছে, যা সাধারণ মানুষের অজানা? নাকি ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা জরুরি।

আমি কাউকে প্রমাণ ছাড়া দোষারোপ করতে চাই না। তবে বিষয়গুলো হালকাভাবে নেওয়ারও সুযোগ নেই। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা এবং একজন সেনা কর্মকর্তার রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা প্রয়োজন।

এইচ এম আকাশ, মিরপুর, ঢাকা

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক

সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিলা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ প্যারারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম কলেজ মসজিদ গেট 01717-488083

বাবুগঞ্জে ভুয়া নারী চিকিৎসকসহ দুই প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় ১২ দিনের ব্যবধানে আবারও ভুয়া চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া গেছে। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসনের পৃথক অভিযানে কথিত নারী চিকিৎসক ও একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে মোট দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত উপজেলার মাধবপাশা বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসমা উল হুসনা। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫৩ ধারায় প্রতিষ্ঠান দুটিকে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, এনএসআইয়ের একটি দল ছদ্মবেশে রোগী সেজে মাধবপাশা বাজারে তাসলিমা আক্তার আন্নি নামের এক নারীর চেম্বারে চিকিৎসাসেবা নেয়। অভিযোগ রয়েছে, ওই নারী এমবিবিএস বা বিডিএস সনদ ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে মা ও শিশুবিষয়ক রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে আসছিলেন। পাশাপাশি নিজের ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগও পাওয়া যায়। এসব অপরাধে তাঁকে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

কার্যকর পদক্ষেপ নিন

দেশে মাদকের বিস্তার ভয়াবহ মাত্রায় বেড়েছে। রাজধানী শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মাদকের ছড়াছড়ি। বড় কথা হলো, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিয়মিত অভিযানও চলছে, তার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। আন্তর্জাতিক চক্র মাদকপাচারের রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে। শীর্ষ কারবারিরা আকাশপথসহ দেশের সীমান্তবর্তী ২৪টি জেলার দেড় শতাধিক পয়েন্ট দিয়ে মাদকপাচার করছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টিও সামনে আসে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বহুল আলোচিত ইয়াবার মতো ভয়াবহ মাদকের বেশির ভাগই প্রবেশ করছে মিয়ানমার দিয়ে টেকনাফ সীমান্ত হয়ে। পরবর্তী সময়ে চক্রের মাধ্যমে এই মাদক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বলা হচ্ছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই এলাকা বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে আকাশপথে নতুন ধরনের মাদক কুশ দেশে আসছে একটি আন্তর্জাতিক চক্র। দেশের দুটি বিমানবন্দরসহ স্থলসীমান্তগুলো মাদকপাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জানা গেছে, কুশ নিয়ে আসছে থাইল্যান্ড, ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি চক্র। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) সূত্র বলছে, দেশে মাদকের বিস্তার ঠেকাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিয়মিত কঠোর অভিযান চলছে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) তিন কোটি চার লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৩ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। সেই হিসাবে প্রতিদিন এক লাখ ৬৯ হাজারের বেশি ইয়াবা জব্দ করা হয়, যা গত বছরের তুলনায় প্রতিদিন ৫০ হাজারের বেশি ইয়াবা জব্দ বেড়েছে। এ ছাড়া মাদকপাচারে জড়িতদের গ্রেপ্তারও করা হচ্ছে। খবরে বলা হয়েছে, গত এক বছরে মিয়ানমার-কক্সবাজার সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশের অভিযোগে ৩৯০টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ৪৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে গত এক বছরে ১১ হাজার ৯৩১টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ১২ হাজার ৯১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশকে মাদকপাচারের রুট হিসেবে ব্যবহার করছে আন্তর্জাতিক চক্র। 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় একদিকে মিয়ানমার, অন্যদিকে ভারত সীমান্ত দিয়ে মাদক ঢুকছে দেশে। কাজেই পরিস্থিতি মোকাবেলায় আঞ্চলিক দেশগুলোর পারস্পরিক সহায়তা জরুরি হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাত দেশের জোট বিমসটেকের যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত মাদক, বাণিজ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি, নিরাপত্তা, কৃষি, পর্যটন, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে। জোটের প্রতিনিধিরা নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মাদকপাচার নিয়ন্ত্রণে এই জোটের আরো কার্যকর ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

জাহাজের ধাক্কায় গমবোঝাই

ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে জাহাজটি সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে। বর্তমানে কার্গোটি নিরাপদে রয়েছে। বরিশাল খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক জানান, দুর্ঘটনায় প্রায় ৭০ শতাংশ গম সুরক্ষিত রয়েছে। অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ গম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বরিশালের জেলা প্রশাসক মামুন খন্দকার জানান, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। খবর পেয়ে বিভাগীয় কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

আমার ছেলে সাঁতার জানতো সনদও

বাজে কথা, প্রশ্নই আসে না। আমার ছেলে সাঁতার জানতো। ও তো পাইলট। ওদের সুইমিংয়ের কোর্স করা এবং তার ওপর সার্টিফিকেট আছে। সাঁতারের ওপর বড় ধরনের কোর্স করা আছে আমার ছেলের। ঘটনা আড়াল করা কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে তো এটাই মনে হয়। তো আর ওকে ধাওয়া দেবে কেন লোকজন, কেন তাকে কেউ ধাওয়া দেবে? ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তাহসিফ নিখোঁজ হওয়ার আগে দ্বীপের ডাকে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। সেই দ্বীপকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার রাতে হেফাজতে নেয় পিবিআই ঢাকা মেট্রো উত্তর। এরপর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাতভর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়।কিছু লোকের ধাওয়ায় বিমানবাহিনীর সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কে এম তাহসিফ সাউরি তুরাগ নদে ঝাঁপ দেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে পিবিআইকে জানান আহমেদ শাহরিয়ার রেজা দ্বীপ।তাহসিফের মৃত্যুর ঘটনায় হেফাজতে নেওয়া দ্বীপকে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পিবিআইকে বলেছেন, সেদিন তারা ঘটনাস্থলে কথা বলছিলেন। এসময় কিছু লোক ধাওয়া করে। তাহসিফ তুরাগ নদে ঝাঁপ দেন। আর তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। তুরাগ নদের যে স্থান থেকে তাহসিফ সাউরির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তার কাছেই নম্বরপ্লেটবিহীন একটি মোটরসাইকেল পাওয়া গেছে। মোটরসাইকেলটি তাহসিফের কি না তা যাচাই-বাছাই করছে পিবিআই।পিবিআইয়ের একজন পুলিশ সুপার জানান, দ্বীপকে নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতভর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি (দ্বীপ) বলেন, 'আমরা সেখানে (ঘটনাস্থল) কথা বলছিলাম। এসময় কিছু লোক ধাওয়া করে। তাহসিফ নদে ঝাঁপ দেন। আমি পালিয়ে আসি।'দ্বীপের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া এসব তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানায় পিবিআই। পিবিআইয়ের ঢাকা মেট্রো উত্তরের পরিদর্শক সৈয়দ সাজেদুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, দ্বীপ একেক সময় একেক রকম কথা বলেছেন। তার সর্বশেষ বক্তব্যের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।দ্বীপ কেন একেক সময় একেক রকম কথা বলেছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে পিবিআইয়ের এ কর্মকর্তা বলেন, তাহসিফ ও দ্বীপ একসঙ্গে এখানে আসার পর তাহসিফকে ফেলে কেন দ্বীপ একা চলে গেলেন, সেটি আমাদের কাছে এখনো ধোঁয়াশা। আমরা তদন্ত করছি। তদন্ত শেষে বিষয়টি জানা যাবে। গত ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় 'দ্বীপ আসছে, ওর সঙ্গে কথা বলে আসি'–মাকে এ কথা বলে বাসা থেকে বেরিয়েছিলেন বিমানবাহিনীর সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কে এম তাহসিফ সাউরি। এরপর আর বাসায় ফেরেননি তিনি। পরদিন (২৮ অক্টোবর) তুরাগ নদ থেকে উদ্ধার করা হয় তার মরদেহ।

বাবুগঞ্জে ভুয়া নারী চিকিৎসকসহ দুই

৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এরপর একই বাজারের পল্লবী ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালানো হয়। প্রয়োজনীয় সনদ ও প্যাথলজিস্ট ছাড়াই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেওয়া এবং পরীক্ষাগারের পরিবেশ যথাযথ না রাখার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক মো. সাব্বির সরদারকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এনএসআইয়ের একটি দল দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম গোপনে পর্যবেক্ষণ করে। পরে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় এনএসআইয়ের সদস্যদের পাশাপাশি বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাবুগঞ্জ শাখার মেডিকেল অফিসার ডা. তূর্য্য অধিকারী এবং বিমানবন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সালামের নেতৃত্বে একটি দল উপস্থিত ছিল। এর আগে গত ১৮ অক্টোবর রাত ৮টার দিকে বাবুগঞ্জ উপজেলার কলেজ গেট এলাকার একটি ফার্মেসিতে অভিযান চালানো হয়। ল্যাপটপ ও বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে রোগ নির্ণয়ের দাবি, ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসক পরিচয় ব্যবহার এবং ভুয়া সনদ দেখিয়ে চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসমা উল হুসনার নেতৃত্বে ওই অভিযানে কথিত চিকিৎসক আলীমুল ইসলাম প্রয়োজনীয় কোনো সনদ দেখাতে পারেননি। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৫৩ ধারায় তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা পরিশোধে অক্ষম হওয়ায় তাঁকে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

বাইকের সামনে নম্বরপ্লেট

আগে মোটরসাইকেলের সামনের দিকে ম্যানুয়াল নম্বরপ্লেট সংযোজনের জন্য ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল বিআরটিএ। ওই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নম্বরপ্লেট সংযোজন না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথাও জানিয়েছিল সংস্থাটি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী মোটরসাইকেলের পেছনের পাশাপাশি সামনেও নিবন্ধন নম্বর প্রদর্শনের বিধান রয়েছে। এ লক্ষ্যেই মোটরসাইকেলের সামনের দিকে ম্যানুয়াল নম্বরপ্লেট সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিআরটিএর নির্দেশনা অনুযায়ী, স্কুটার মোটরসাইকেলের সামনের দিকে ২০০ মিলিমিটার দৈর্ঘ্য ও ১০০ মিলিমিটার প্রস্থের নম্বরপ্লেট সংযোজন করতে হবে। অক্ষর ও সংখ্যার ফন্টের উচ্চতা হতে হবে কমপক্ষে ২০ মিলিমিটার। নম্বরপ্লেটের উপাদান হিসেবে স্টেইনলেস স্টিল অথবা অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করতে হবে। প্লেটে কালো রঙে বাংলা অক্ষর ও সংখ্যা লিখতে হবে। এতে অন্য কোনো শোভাবর্ধন বা নকশা করা যাবে না। স্কুটার ছাড়া অন্যান্য মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে ২৮৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্য ও ৫০ মিলিমিটার প্রস্থের নম্বরপ্লেট সংযোজন করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও অক্ষর ও সংখ্যার ফন্টের উচ্চতা কমপক্ষে ২০ মিলিমিটার হতে হবে। নিবন্ধন নম্বরের একটি অনুলিপি সামনে প্রদর্শন করা যাবে। উদাহরণ হিসেবে 'ঢাকা মেট্রো-ল-১১-১২২৯' নম্বরটি উল্লেখ করেছে বিআরটিএ। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে মোটরসাইকেল মালিকরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারিত নিয়ম মেনে সামনের দিকে ম্যানুয়াল নম্বরপ্লেট সংযোজনের সুযোগ পাচ্ছেন।

পাঠ্যবইয়ে নৌকা-দাঁড়িপাল্লা

জানান, সম্প্রতি ষষ্ঠ শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বইয়ে প্রজ্ঞার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িপাল্লার ছবি ব্যবহারের বিষয়টি সামনে আসে। এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এর রেশ কাটতে না কাটতেই প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি বইয়ে নৌকার ছবির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।রাজনৈতিক দলের প্রতীক হিসেবে পরিচিত এসব ছবির ব্যবহার নিয়ে সমালোচনার পাশাপাশি বই সম্পাদনা, ছবি নির্বাচন ও তদারকির প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এরপরই পাঠ্যবইগুলো নতুন করে পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয় এনসিটিবি।এদিকে, ষষ্ঠ শ্রেণির আইসিটি বইয়ের মোট ৩৯ লাখ কপি ছাপানোর কথা রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৭ লাখ কপি ছাপা হয়েছে। ভুল ধরা পড়ার পর বাকি ১৮ লাখ কপি ছাপার কাজ স্থগিত করা হয়।এনসিটিবি জানিয়েছে, এরই মধ্যে ছাপা হওয়া বইগুলোর ভুল সংশোধনে সরকারের অতিরিক্ত কোনো অর্থ ব্যয় হবে না। সংশ্লিষ্ট ছাপাখানাগুলো নিজস্ব খরচে ভুল থাকা পৃষ্ঠা বা ফর্মা নতুন করে ছাপাবে। এরপর বইগুলো পুনরায় বাঁধাই করে মাঠপর্যায়ে সরবরাহ করবে। বাকি বইগুলোর মুদ্রণকাজও সংশোধনের পর শেষ করা হবে।এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ফখরুল মাওলা বলেন, সব বইয়ে দাঁড়িপাল্লা, নৌকার মতো বিষয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এজন্য আমরা কাজ করছি। কোনো বইয়ে অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তা সংশোধন করে স্কুলে পাঠানো হবে।তিনি বলেন, ভুল বা অসঙ্গতি থাকা সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাটি সংশোধন করে নতুন করে ছাপানো হবে। এরপর বই পুনরায় বাঁধাই করে মাঠপর্যায়ে পাঠাবে ছাপাখানাগুলো। ছাপাখানাগুলো নিজ খরচে এ কাজ করে দেবে। এতে সরকারের কোনো বাড়তি আর্থিক চাপ নেই।

এইচএসসির ফল আজ অপেক্ষা

চেয়েছিলাম। তবে সেখানে অন্য একটি অনুষ্ঠান থাকায় পরে সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।ফল জানা যাবে যেভাবেশিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা তিনভাবে এইচএসসির ফলাফল জানতে পারবেন। প্রথমত- পরীক্ষার্থী যে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন, সেই বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফল পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত- বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির দেওয়া দুটি ওয়েবসাইট থেকেও ফল জানা যাবে। সেগুলো হলো- eduboardresult.gov.bd ও educationboardresults.gov.bd। শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা পত্রিকা অফিসে সরাসরি কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে না। এছাড়া মোবাইল ফোনে এসএমএস করেও ঘরে বসে ফল জানা যাবে। সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে ইংরেজিতে HSC লিখে একটি স্পেস দিতে হবে।এরপর শিক্ষা বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর, রোল নম্বর ও পরীক্ষার বছর লিখে ১৬১৪০ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। উদাহরণ: 'HSC DHA 123456 2026' লিখে পাঠাতে হবে ১৬১৪০ নম্বরে। ফল পুনর্নিরীক্ষণ বা চ্যালেঞ্জ যেভাবেপ্রকাশিত ফলাফলে অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীরা পরদিন রোববার (১ নভেম্বর) থেকে ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করতে পারবেন। এ আবেদন চলবে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। আবেদনপ্রক্রিয়া ও ফি পরিশোধের বিস্তারিত নিয়ম জানিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ম্যানুয়ালি কোনো আবেদন নেওয়া হবে না। পুনর্নিরীক্ষণ আবেদন করবেন যেভাবে ফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রথমে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে (https://rescrutiny.eduboardresults.gov.bd) প্রবেশ করতে হবে। সেখানে নির্ধারিত ঘরে পরীক্ষার রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে ড্রপডাউন থেকে শিক্ষা বোর্ড নির্বাচন করতে হবে।এরপর 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করে মোবাইল নম্বর দিতে হবে। পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ হলে ওই নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে। পরবর্তী স্ক্রিনে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক ফলাফল দেখা যাবে। যেসব বিষয়ে পুনর্নিরীক্ষণ করতে চান, সেগুলো নির্বাচন করে 'ফি প্রদান করুন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। প্রতিটি পত্রের জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০ টাকা। দ্বিপত্রবিশিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে উভয়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে। এরপর ফির পরিমাণ দেখা যাবে। বিকাশ, নগদ, ডিবিবিএল রকেট, উপায় ও সোনালী সেবার মাধ্যমে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা যাবে। ফি পরিশোধের বিস্তারিত পদ্ধতি জানতে আবেদন পোর্টালের 'হেল্প' বাটনে ক্লিক করতে হবে। ফি পরিশোধের পর পুনরায় আবেদন পোর্টালে ফিরে 'জমা দিন' বাটনে ক্লিক করলেই আবেদন সম্পন্ন হবে।

বরিশালে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক

সরকারি গণগ্রন্থাগারে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় পৃষ্ঠপোষক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ১৫৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আবদুল হাই শিকদার বলেন, বাংলাদেশে শেরে বাংলার মতো এত বড় নেতার আবির্ভাব এর আগে কখনো হয়নি। শেরে বাংলাকে অস্বীকার করা মানে দেশকেই অস্বীকার করা। মহাজনী ঋণের কবল থেকে বাংলার কৃষকদের মুক্তি এবং ব্রিটিশদের শিক্ষানীতির বাধা পেরিয়ে মুসলমানদের শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে শেরে বাংলার অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। নজরুল যাঁকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতেন, তিনি ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। সেই শেরে বাংলার জন্মভূমি বরিশালের চাখারে অবস্থিত তাঁর স্মৃতি জাদুঘরের বেহাল দশা। অবিলম্বে জাদুঘরটি সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। জাতীয় জাদুঘরে শেরে বাংলা ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে পৃথক কর্নার স্থাপনের দাবি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, জাতীয় জাদুঘরে এখন পর্যন্ত শেরে বাংলার নামে কোনো কর্নার স্থাপন করা হয়নি। নজরুল কর্নারও নেই। সেখানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি কর্নার ছিল, যা গত ১৫ বছরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি বিগত ১৫ বছরের শাসনামলের সমালোচনা করে বলেন, যারা ক্ষমতায় ছিল, তারা দেশকে এলিয়েনদের দেশে পরিণত করেছে। শেরে বাংলাকে ভুলে গিয়ে দেশকে হায়না উৎপাদনের দেশে পরিণত করেছে। শেরে বাংলা জাদুঘর সংরক্ষণের পাশাপাশি জাতীয় জাদুঘরে শেরে বাংলা কর্নার, নজরুল কর্নার ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্নার স্থাপনের দাবি জানাচ্ছি। বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। আমাদের এ দাবি উপেক্ষা করবে কোথায়? এর আগে শুক্রবার সকাল ৯টায় বরিশাল বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারে সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক সংসদ সদস্য ও বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক জোট, বরিশালের আহ্বায়ক এস এম সাব্বির নেওয়াজ সাগর। এ পর্বের সঞ্চালনা করেন কবি ও গবেষক পথিক মোস্তফা। সম্মেলনের সমাপনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কবিতা পরিষদ, বরিশাল শাখার সভাপতি কবি মুস্তফা হাবীব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেকড় সাহিত্য সংসদের সভাপতি কবি নয়ন আহমেদ, গবেষক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব কবি শাহীন চৌধুরী, লেখক ও গবেষক বেগম ফয়জুন নাহার শেলী, শেকড় সাহিত্য সংসদের সহসভাপতি কবি আল হাফিজ এবং কবি ও সাংবাদিক আরিফ আহমেদ মুন্না। এদিকে, সম্মেলনে গৌরনদী সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মোসলেম উদ্দিন শিকদারকে 'শেরে বাংলা স্মৃতিপদক-২০২৬' প্রদান করা হয়। আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব আযাদ আলাউদ্দীন জানান, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের স্মৃতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং সাহিত্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করাই এ সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। সমাপনী পর্বের সঞ্চালনা করেন কবি মাহবুব রহমান ও বাচিক শিল্পী মৌমিতা বিনতে মিজান।

সরকারি বাসার ভাড়াটে-সাবলেট

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সরকার। শনিবার (৩১ অক্টোবর) মধ্যে সরকারি বাসা থেকে সব ভাড়াটে ও সাবলেট গ্রহীতাকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বরাদ্দ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ বাসায় বসবাস নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পরও কোনো সরকারি বাসা বা ফ্ল্যাটে ভাড়াটে কিংবা সাবলেট গ্রহীতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বরাদ্দ বাতিল করা হবে। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সরকারি আবাসন পরিদপ্তর এ-সংক্রান্ত একটি জরুরি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এতে পরিদপ্তরের আওতাধীন সব সরকারি বাসা ও ফ্ল্যাটের বরাদ্দ প্রাপক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের পরিদর্শন দলের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কোনো কোনো সরকারি চাকরিজীবী তাদের নামে বরাদ্দ করা বাসার একটি বা দুটি কক্ষ কিংবা পুরো ফ্ল্যাট অন্যের কাছে ভাড়া বা সাবলেট দিয়েছেন। এ ধরনের কার্যক্রম বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা, ১৯৮২-এর পরিপন্থী। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কোনো সরকারি চাকরিজীবী নিজের নামে বরাদ্দ পাওয়া বাসার সম্পূর্ণ অংশ কিংবা আংশিক–এক বা একাধিক কক্ষ–কোনোভাবেই ভাড়া বা সাবলেট দিতে পারবেন না। যারা ইতোমধ্যে এভাবে বাসা ভাড়া বা সাবলেট দিয়েছেন, তাদের আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ভাড়াটে বা সাবলেট গ্রহীতাদের সরিয়ে দিতে হবে। একইসঙ্গে বরাদ্দ পাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিজ বাসায় অবস্থান ও বসবাস করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো বাসায় ভাড়াটে বা সাবলেট গ্রহীতা পাওয়া গেলে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাসার বরাদ্দ বাতিল করা হবে। এ ছাড়া বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালার ১৪(৩) বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপকের অফিসপ্রধান ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে। ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হবে। আবাসন পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, রাজধানীর আজিমপুর, মতিঝিল, মিরপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের ফ্ল্যাট রয়েছে। এসব ফ্ল্যাট যাদের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তাদের কেউ কেউ সেখানে বসবাস না করে অন্যদের কাছে ভাড়া দিচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কার্যক্রম চলে আসছে। সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজধানীতে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১৯ হাজার ৯১টি সরকারি বাসা রয়েছে। এর মধ্যে সচিবদের জন্য ১১৪টি সচিব নিবাস এবং ৭৯টি বাংলো রয়েছে। এ ছাড়া গ্রেড-৩ বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের জন্য ৫৫৮টি সুপিরিয়র শ্রেণির বাসা, গ্রেড-৫ বা তদূর্ধ্বদের জন্য ১ হাজার ৮৯৯টি, গ্রেড-৬ বা তদূর্ধ্বদের জন্য ১ হাজার ৮৯০টি, গ্রেড-৭ থেকে ৯-এর জন্য ২ হাজার ৬৩২টি এবং গ্রেড-১০ থেকে ১২-এর জন্য ৪ হাজার ৮৯০টি বাসা রয়েছে। শুধু গ্রেড-৯ কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ৭৭৫টি ফ্ল্যাট। অন্যদিকে, ১২ ও ১৩ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য ১ হাজার ৮৪টি, ১৪ ও ১৫ গ্রেডের জন্য ১ হাজার ৫৭৪টি, ১৬ ও ১৭ গ্রেডের জন্য ২ হাজার ৫১৩টি এবং ১৮ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য ২ হাজার ৬১টি ফ্ল্যাট রয়েছে।

দুর্নীতি-লুটপাট-দখলদারত্বের

আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, তারেক রহমানের কাছে দেশ পরিচালনা করার কোনো ধরনের প্ল্যান-পরিকল্পনাই নেই। তাঁদের পরিকল্পনা হলো কীভাবে দেশ থেকে দুর্নীতি করবে, কীভাবে লুটপাট করবে, কীভাবে দখলদারত্ব করবে। সেই পরিকল্পনা নিয়েই জনাব তারেক রহমান লন্ডন থেকে ঢাকায় এসেছেন। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে চার দফা দাবিতে আয়োজিত গণবিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাহিদ ইসলাম এসব কথা বলেন। বিকেল ৪টার পর পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে গণবিক্ষোভ সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর বাজানো হয় জাতীয় সংগীত। এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা এ কর্মসূচির আয়োজন করে। নাহিদ ইসলাম বলেন, গত এক সপ্তাহে এনসিপির নেতারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছেন। মানুষের বাসায় গ্যাস নেই, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও রাহাজানিতে দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসসংকটের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। মানুষের নিরাপত্তা দিতে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের এই ব্যর্থতার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবিধান নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। জুলাই সনদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত গণভোটে ৭০ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। সেই গণরায় উপেক্ষা করে একতরফা সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জ্বালানিমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে নাহিদ ইসলাম বলেন, দুজনই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। একতরফা সংবিধান সংশোধন কমিটি বাতিল করে গণভোটের রায়ের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে হবে। নাহিদ ইসলামের অভিযোগ, বিএনপি সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই জুলাই সনদ, ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'হাজারো মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি স্বৈরাচারকে বিদায় করেছি। কিন্তু এখন নতুন করে আরেক স্বৈরাচারের উত্থান দেখছি। আপনাদের সামনে আমাদের ওয়াদা, পতিত স্বৈরাচার ও নব্য স্বৈরাচার–এই দুই স্বৈরাচারকেই আমরা পরাজিত করব।' আগামী ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের পতিত স্বৈরাচার দেশে ফিরতে পারে–এমন আলোচনা রয়েছে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে পারবে না।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকারের

জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, দেশে হত্যা, সহিংসতা, চাঁদাবাজি, কিশোর গ্যাং ও রাজনৈতিক সংঘাত বেড়েই চলেছে। শুক্রবার রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ১১ দলীয় ঐক্যের তৃতীয় দফার লংমার্চের প্রস্তুতি জানাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দেশে হত্যা, সহিংসতা, চাঁদাবাজি, কিশোর গ্যাং ও রাজনৈতিক সংঘাত বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ করেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, সরকারি দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশের সর্বত্র দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, অবৈধ নিয়োগ, ডিলারশিপ-বাণিজ্য, চাঁদাবাজি ও দখলদারত্বের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে বলেও জানান পরওয়ার। তাঁর অভিযোগ, হাটবাজার, ঘাট, বালুমহাল, পরিবহন, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাঁদাবাজি অব্যাহত রয়েছে। চাঁদাবাজির ধরন পরিবর্তন হয়নি, শুধু চাঁদাবাজদের পরিচয় ও দলের নাম পরিবর্তন হয়েছে। পরওয়ার বলেন, একই দিনে অনুষ্ঠিত দুই ভোটের একটির ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে অন্যটির গণরায় অস্বীকার করা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের শামিল। সরকার আন্তরিক হলে আগামী ৯ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় সংসদ অধিবেশনে সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন ডেকে বিরোধী দলের সহযোগিতায় এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। মিয়া গোলাম পরওয়ার জানান, গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার; বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও সার-সংকট নিরসন; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ; দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও দখলদারি বন্ধ; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সংকীর্ণ দলীয়করণ বন্ধের দাবিতে তৃতীয় দফার লংমার্চ কর্মসূচি পালন করবে ১১ দলীয় ঐক্য। তিনি বলেন, জনগণের সাত দফা দাবি আদায় এবং সরকারের ব্যর্থতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে আগামীকাল ৩১ অক্টোবর তৃতীয় দফা লংমার্চ অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা থেকে খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ হয়ে কুষ্টিয়া পর্যন্ত প্রায় ৪১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই লংমার্চ হবে। এটি আগের দুটি লংমার্চের তুলনায় সবচেয়ে দীর্ঘ কর্মসূচি। মিয়া গোলাম পরওয়ার জানান, খুলনা-কুষ্টিয়া অভিমুখে লংমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে আগামীকাল সকাল ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে। ছয় শতাধিক গাড়ির বহর নিয়ে লংমার্চ সকাল ৮টায় রওনা হবে। পথে শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবায়, বাগেরহাটের ফকিরহাটের কাঁটাখালীর মোড়, খুলনার বাবরী চত্বর, ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডের স্বাধীনতা চত্বর, যশোরের মুড়লীর মোড় ও ঝিনাইদহের বাস টার্মিনালে মোট ছয়টি পথসভা অনুষ্ঠিত হবে। সবশেষে কুষ্টিয়ার শহীদ আবরার ফাহাদ স্টেডিয়ামে সমাপনী জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

আজকের পৃথিবীতে জোর

তার' এই নীতিটি দিন দিন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। পৃথিবীর দিকে তাকালেই আমরা এর উদাহরণ দেখতে পাই। আমি নির্দিষ্ট কোনো দেশের নাম বলতে চাই না। শালীনতার খাতিরে সেটি থেকে বিরত থাকছি। কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত মানবতা ও মানবাধিকার।শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সিনেট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ আয়োজিত 'সামসময়িক বিশ্বে সার্বভৌমত্ব, মানবতা ও আইন' শীর্ষক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সহজে বিসর্জন দেওয়া যায় এমন পণ্য বা সম্পদ হলো মানুষের জীবন। আমি আমার এই মতের ওপর অটল। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এ জন্য কোনো তথ্যসূত্র বা উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। চারপাশে তাকালেই তা দেখতে পাবেন।তিনি বলেন, বাঘের অধিকার, কচ্ছপের অধিকার, এমনকি শিশুদের অধিকার, শ্রমের অধিকার, শ্রমিকদের অধিকার এভাবে আমরা অধিকারের নানা শ্রেণিবিভাগ করে থাকি। কিন্তু মানবাধিকার তো মানবাধিকারই। আমরা অধিকারের নানা বিষয় নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, অধিকারের আগে থাকা 'মানব' শব্দটিই যেন ভুলে গেছি।প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, আমরা কি এমন একটি দিনের কথা বলতে পারি, যেদিন কোনো একটি দেশ, এমনকি কোনো একটি শহরেও একজন নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটেনি? এমন কোনো দিনের কথা কি আপনার মনে পড়ে? আমার তো পড়ে না। তবে আমার মতের সংশোধন হলে আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. ফরিদুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আব্দুল আলীম, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুনুর রশীদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, আইন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. সায়েদা আনজু সহ দেশ ও দেশের বাইরের গবেষক শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

গাজার পক্ষে বিশ্বজুড়ে বন্দর শ্রমিকদের

ওপর ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদ এবং অস্ত্র পরিবহন বন্ধের দাবিতে তারা এ কর্মসূচি পালন করছেন। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) পাঁচ মহাদেশের ২২টি দেশ ও অঞ্চলের ১১৩টি বন্দরে ২৫টির বেশি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন 'যুদ্ধের জন্য কাজ করেন না বন্দরশ্রমিকেরা' স্লোগানে আয়োজিত কর্মসূচির মূল দাবি, ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর হামলা বন্ধ করা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান ঘটানো।বন্দরশ্রমিকদের এ আন্দোলন অবশ্য নতুন নয়। এর শুরু ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সে সময় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশের শ্রমিক ইউনিয়ন ইসরায়েলে অস্ত্রের চালান ও দেশটির সামরিক অভিযানে পশ্চিমা সহায়তা বন্ধের দাবিতে একজোট হয়েছিল।ধীরে ধীরে সেই উদ্যোগের পরিধি বেড়েছে। এবার পাঁচ মহাদেশের শ্রমিক ইউনিয়ন এতে অংশ নিচ্ছে।এদিকে, আন্দোলনের শক্তির জায়গা তুলে ধরেছেন গ্রিসের পিরেয়াস বন্দরের শ্রমিক ইউনিয়ন এনেদেপের নেতা মার্কোস বেকরিস। তিনি আল জাজিরাকে বলেন, অস্ত্র গন্তব্যে পৌঁছাতে পরিবহন, বন্দর অবকাঠামো ও শ্রমিকদের প্রয়োজন হয়। তাই এসব কার্যক্রম বন্ধ রাখতে পারলেই অস্ত্র সরবরাহে বাধা দেওয়া সম্ভব। ধর্মঘটে কতটা প্রভাব পড়বেঅস্ত্র সরবরাহব্যবস্থা নিয়ে কাজ করা সংগঠন নো হারবার ফর জেনোসাইডের (এনএইচজি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইসরায়েলের বৃহত্তম অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এলবিট সিস্টেমসের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ৩১৫টি চালান শনাক্ত করেছে তারা।এসব চালান ২৯টি দেশের ৫৬টি বাণিজ্যিক বন্দরের মধ্য দিয়ে গেছে। ধর্মঘটে এই ৫৬টি বন্দরের সব কটিই অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।সংগঠনটির ধারণা, ৩০ অক্টোবর ২০০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য বন্দরে পড়ে থাকতে পারে। তাদের হিসাবে, ইসরায়েলের আমদানি ও রপ্তানির প্রায় ৯৫ শতাংশ সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়।ফলে বন্দরগুলোতে কাজ বন্ধ থাকলে অস্ত্রসহ বিভিন্ন পণ্য পরিবহনে বিঘ্ন ঘটতে পারে।এনএইচজির তথ্য অনুযায়ী, ইতালির জেনোয়া, লিভোর্নো ও জিওয়া তাউরো, ফ্রান্সের মার্সেই, গ্রিসের পিরেয়াস এবং মরক্কোর ট্যানজিয়ার বন্দরের সঙ্গে ইসরায়েলে অস্ত্র পরিবহনের যোগসূত্র রয়েছে।এসব বন্দরের কয়েকটি বড় জাহাজ থেকে ছোট জাহাজে পণ্য স্থানান্তরের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ফলে এসব বন্দরে ধর্মঘট হলে অস্ত্রসহ বিভিন্ন পণ্য পরিবহনে প্রভাব পড়তে পারে।

খাল নেই, রাস্তাও নেই ॥ আড়াই কোটি টাকার সেতু, ব্যবহার করবে কারা?

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পটুয়াখালীর কুয়াকাটার ধূলাসার ইউনিয়নের গঙ্গামতী তেত্রিশকানি এলাকায় খাল ও সংযোগ সড়কের অস্তিত্ব না থাকলেও প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে একটি গার্ডার সেতু। সেতুটি নির্মাণের যৌক্তিকতা ও জনসাধারণের উপকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, খাল ও চলাচলের রাস্তা ছাড়া সেতু নির্মাণে সরকারি অর্থ ব্যয় হলেও তা মানুষের কোনো কাজে আসবে না। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ধূলাসার ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গামতী তেত্রিশকানি এলাকায় বেড়িবাঁধের বাইরে সেতুটির নির্মাণকাজ চলছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নেওয়া প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা। গত বছর কোরবানির ঈদের পর কাজ শুরু হয়। চলতি বছরের শেষ দিকে নির্মাণকাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গিয়াস উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি সেতুটির নির্মাণকাজের দায়িত্ব পান। ৫ আগস্টের পর কাজের দায়িত্ব পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জসিম উদ্দিন খান। তবে ঠিকাদার পরিবর্তন ও কাজ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সরেজমিনে দেখা গেছে, সেতুটির আশপাশে কয়েকটি বসতঘর থাকলেও সেখানে দৃশ্যমান কোনো খাল কিংবা সেতুর সঙ্গে যুক্ত চলাচলের রাস্তা নেই। ফলে নির্মাণকাজ শেষ হলে মানুষ কীভাবে সেতুটি ব্যবহার করবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। ট্যুর গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবু সালেহ বলেন, 'আমাদের এলাকায় উন্নয়ন হোক, এটা আমরা চাই। কিন্তু যেখানে খাল নেই, রাস্তা নেই, সেখানে এত টাকা খরচ করে সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা কী? সেতু নির্মাণের আগে মানুষের চলাচলের ব্যবস্থা ও জায়গার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করা উচিত ছিল।' স্থানীয় বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, 'সেতু হলে মানুষের উপকার হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে সেতুর দুই পাশে যাওয়ার মতো রাস্তা নেই। খালেরও অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এই সেতু দিয়ে মানুষ চলাচল করবে কীভাবে? প্রকল্পের টাকা খরচ হলেই তো উন্নয়ন হয় না, মানুষের কাজে আসতে হবে। সেতুর চেয়ে আমাদের এলাকায় একটি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ বেশি জরুরি।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক বাসিন্দার অভিযোগ, সেতু নির্মাণের কারণে আশপাশের কয়েকটি পরিবার ভোগান্তিতে পড়েছে। কেউ কেউ ঘরবাড়ি নিয়েও সমস্যায় পড়েছেন। তার দাবি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সরেজমিনে এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করা। জনগণের অর্থে এমন কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা উচিত নয়, যা শেষ পর্যন্ত মানুষের উপকারে আসবে না। স্থানীয়দের আরও দাবি, কয়েক দিন আগে খালের অস্তিত্ব না থাকায় ভেকু দিয়ে খালের নকশা তৈরির মতো কাজ করতে দেখা গেছে। প্রকল্প গ্রহণের আগে যথাযথভাবে স্থান পরিদর্শন, খালের অস্তিত্ব যাচাই এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা। এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সেতুটি স্থানীয়দের হাঁটাচলার সুবিধা দেবে বলে দাবি করেন। তবে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা, নকশা, সম্ভাব্য উপকারভোগী, খালের অস্তিত্ব এবং পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এ সময় তিনি সংবাদটি প্রকাশ না করার অনুরোধও জানান। অন্যদিকে, নির্মাণকাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী জসিম উদ্দিন খানের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনিও সংবাদ প্রকাশ না করার অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি প্রতিবেদককে বিকাশের মাধ্যমে 'চায়ের অফার' করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে সংবাদ প্রকাশ করলেও কোনো সমস্যা হবে না বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি পটুয়াখালী জেলা বিএনপি ও সাবেক এক মন্ত্রীর সঙ্গে আত্মীয়তার পরিচয় দেন বলে প্রতিবেদকের ভাষ্য। প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পে সেতু নির্মাণের স্থান কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, অনুমোদনের আগে খাল ও সংযোগ সড়কের অস্তিত্ব যাচাই করা হয়েছিল কি না, সেতুর দুই পাশে সংযোগ সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে কি না এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কী–এসব প্রশ্নের উত্তর চান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, প্রকল্পটির নকশা, প্রাক্কলন, কার্যাদেশ, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং জনস্বার্থ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

ট্রান্সফরমার চুরির চেষ্টা গণঅধিকার

করা হয়। পল্লী বিদ্যুতের জুলেখা বাজার অভিযোগ কেন্দ্রের জুনিয়র ইনচার্জ সৈয়দ আবদুল হান্নান জানান, মনির মীরকে ট্রান্সফরমার চুরির সময় স্থানীয় জনতা হাতেনাতে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে রেঞ্জ, প্লাস, রড, কাটিং প্লাস ও মিনি রোলকাটারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তর পক্ষিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান মিল্টন বলেন, 'দেড় মাস আগে নতুনগ্রাম এলাকায় একটি ট্রান্সফরমার চুরি হয়। এতে ওই এলাকার ২৫টি পরিবার প্রায় এক সপ্তাহ অন্ধকারে ছিল।' গোলখালী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. বাবুল মিয়া জানান, গত দুই মাসে ওই এলাকায় চার থেকে পাঁচটি ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। গলাচিপা পল্লী বিদ্যুতের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) জয় প্রকাশ নন্দী জানান, উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় প্রায়ই ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটছে। গত এক বছরে ৬০ থেকে ৬৫টি ট্রান্সফরমার চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় স্থানীয় কেউ বাদী না হলে পল্লী বিদ্যুতের পক্ষ থেকে বাদী হয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন

কাউখালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের

ধরে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে দক্ষিণ বাজারের জনগণের চলাচলের ফুটপাতে মালামাল রেখে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এর ফলে সাধারণ পথচারীরা ফুটপাত ব্যবহার করতে না পেরে বাধ্য হয়ে মূল সড়কে চলাচল করছেন। এতে কাউখালী বন্দরের এমনিতেই সংকীর্ণ রাস্তায় প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। অভিযান শেষে কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেহেনা আক্তার বলেন, 'ফুটপাত জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। ব্যবসায়ীরা যেন ভবিষ্যতে আর কখনোই ফুটপাতের ওপর মালপত্র রেখে ব্যবসা পরিচালনা না করেন। যদি কেউ পুনরায় ফুটপাত দখল করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

নিষেধাজ্ঞার শেষ রাতেই এলো ইলিশ

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিষেধাজ্ঞার সময় নদী ও সাগরে মাছ ধরা বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে কিছু অসাধু জেলে ও ট্রলার মালিক তা উপেক্ষা করেছেন। বিশেষ করে অবৈধ ট্রলিংয়ের মাধ্যমে কিছু ট্রলার সাগরে মাছ শিকার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিষেধাজ্ঞার শেষ রাতের কর্মব্যস্ততা এবং ভোররাতে ইলিশ নিয়ে বন্দরে ফেরা ট্রলারগুলোর বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) সকালে সরেজমিন দেখা যায়, নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর আলিপুর-মহিপুর মৎস্যবন্দরে জেলেদের কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। মাছবোঝাই ট্রলার বন্দরে আসতে শুরু করে। আড়তগুলোতেও শুরু হয় ইলিশের বেচাকেনা। দীর্ঘ ২২ দিনের বিরতি শেষে মাছের আমদানি ঘিরে বন্দর এলাকায় ফিরে আসে প্রাণচাঞ্চল্য। তবে নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পরপরই বিপুলসংখ্যক ট্রলারের মাছ নিয়ে বন্দরে ফেরার বিষয়টি স্থানীয়দের মধ্যে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেফ দ্য বে অব বেঙ্গলের সেক্রেটারি জেনারেল মো. কাওসার মনির বলেন, 'আমাদের উপকূলের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য আহরণের সঙ্গে জড়িত। সমুদ্রের মাছ আহরণ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু কিছু অসাধু জেলে ও অবৈধ ট্রলিং ব্যবসায়ী সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সাগরে মাছ শিকার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পরপরই মধ্যরাতে মাছ নিয়ে ট্রলার বন্দরে ফিরেছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রতিবছরই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে মাছ শিকারের অভিযোগ ওঠে। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ হুমকির মুখে পড়বে। অবৈধ ট্রলিং বন্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে।' স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, মা ইলিশ রক্ষায় শুধু ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করলেই হবে না, এর যথাযথ বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে। নিষেধাজ্ঞার শেষ রাতসহ পুরো সময়ে সাগরে নজরদারি বাড়ানো, অবৈধ ট্রলিং বন্ধ এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার আগেই সাগরে মাছ শিকারের কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন তারা। কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. জহিরুন্নবী বলেন, '২৯ অক্টোবর রাত ১২টায় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর সকালে মাছ ধরে বন্দরে এনে বিক্রি করলে সেটি বৈধ। এখানে আমাদের কিছু করার নেই। নিষেধাজ্ঞার সময় আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। জেলেদের সতর্ক ও সচেতন করার পাশাপাশি অভিযান পরিচালনা করেছি।' উল্লেখ্য, মা ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে ৮ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত সাগর ও নদীতে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাত ও ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ২৯ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে জেলেরা আবারও সাগরে মাছ আহরণে ফিরেছেন।

সবজির দাম কমায়

বেশি। জ্বালানির বাড়তি দামে নতুন উদ্বেগখাদ্যপণ্যের দাম কিছুটা কমলেও জ্বালানি খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে জ্বালানি খাতে মূল্যস্ফীতি ১৭ দশমিক ৪ শতাংশে পৌঁছেছে, আগের প্রান্তিকে যা ছিল ১৭ শতাংশ।কাঠ, কৃষিজাত বর্জ্য, গোবর ও পাটকাঠির মতো জ্বালানির মূল্যস্ফীতি ২১ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২২ দশমিক ১ শতাংশে হয়েছে। একইভাবে তরল জ্বালানি ও লুব্রিকেন্টের মূল্যস্ফীতি ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ দশমিক ৭ শতাংশে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জ্বালানির দাম বাড়ানো হলেও ভোক্তা মূল্যসূচকে তখনও এর প্রভাব পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। ফলে পরবর্তী সময়ে জ্বালানি খাতে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জ্বালানির দাম বাড়লে পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয়েও চাপ তৈরি হতে পারে।আমদানিনির্ভর পণ্যে মূল্যস্ফীতির চাপদেশের মূল্যস্ফীতিতে আমদানিনির্ভর পণ্যের অবদানও বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সার্বিক মূল্যস্ফীতির ২৭ শতাংশ এসেছে আমদানিনির্ভর খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্য থেকে। আগের প্রান্তিকে এ হার ছিল ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ।অন্যদিকে দেশীয় পণ্যের অবদান ৭৫ দশমিক ১ শতাংশ থেকে কমে ৭৩ শতাংশে নেমেছে।বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাল্টা, আপেল, নাশপাতি ও আঙুরের মতো আমদানিনির্ভর ফলের ওপর বিভিন্ন সময়ে শুল্ক-কর বাড়ানো হয়েছে। এতে বাজারে এসব ফলের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি বিশ্ববাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও দেশের বাজারে প্রভাব ফেলছে। মূল্যস্ফীতির চাপে কমছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতানিত্যপণ্যের পাশাপাশি বাসাভাড়া, যাতায়াত ও চিকিৎসা ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৪৭ শতাংশ পরিবার সংসারের খরচ চালাতে ঋণ করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই বছর ধরে মজুরি বৃদ্ধির চেয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেশি থাকায় মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মজুরি ও মূল্যস্ফীতির ব্যবধান কিছুটা কমলেও সেপ্টেম্বরের দিকে তা আবার বাড়তে শুরু করে। মূলত মজুরি বৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।সব মিলিয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যানে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন এলেও বাজারের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনো স্বস্তিদায়ক নয়। জ্বালানি, আমদানিনির্ভর পণ্য ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারের বাড়তি দাম এবং মজুরি বৃদ্ধির ধীরগতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় ও ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে।

আইসিইউ-সিসিইউ চালুর দাবিতে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তুলে ধরেন তিনি। নয়ন জানান, তাঁর পরিবারের মতো পরিস্থিতি যেন অন্য কোনো রোগীর স্বজনদের মোকাবিলা করতে না হয়, সে জন্যই তাঁর এই অবস্থান কর্মসূচি। হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ আইসিইউ ও সিসিইউ চালু না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এর আগে গত বুধবার ও বৃহস্পতিবারও একই দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন নয়ন খান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসার জন্য ২০২১ সালের ২৯ জুলাই ভোলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ছয় শয্যার আইসিইউ ইউনিট স্থাপন করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, প্রশিক্ষিত নার্স ও প্রয়োজনীয় সহায়ক জনবলের অভাবে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে ইউনিটটি চালু করা সম্ভব হয়নি। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ভোলা জেলা শাখার সভাপতি মোবাশ্বির উল্যাহ চৌধুরী বলেন, ভোলা সদর হাসপাতালে আইসিইউ শয্যা থাকলেও জনবল সংকটে তা চালু হচ্ছে না। এ ছাড়া হাসপাতালটিতে ৬০ জন চিকিৎসকের পদ থাকলেও গড়ে ২০ জনেরও কম চিকিৎসক দায়িত্ব পালন করেন। কখনো কখনো এ সংখ্যা ১০ জনে নেমে আসে বলে অভিযোগ করেন তিনি। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক তৈয়বুর রহমান বলেন, ছয় শয্যার আইসিইউ ইউনিট স্থাপন করা হলেও পর্যাপ্ত জনবল ও চিকিৎসাসামগ্রীর অভাবে এটি চালু করা যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। তবে এখনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

যুবককে কোমরে দড়ি বেঁধে পায়ের

অনুলিপি পুলিশ সুপার ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছেও পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত অন্যরা হলেন মাহফুজ সরদার, হারুন সরদার, ফরিদ রাঢ়ী, নয়ন হাওলাদার, রফেল শরীফ ও মো. রাজা। অভিযোগপত্রে বলা হয়, গত বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে এক অভিযুক্ত মুঠোফোনে কামালকে বিনয়কাঠি ইউনিয়নের মুড়াসাতা এলাকায় ডেকে নেন। সেখানে তাঁকে মাদক ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে পায়ের তলায় পেটানো হয়। পরে জিআই পাইপ ও লাঠি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়। সোনিয়া আক্তার বলেন, 'আমার স্বামী পাঁচ বছর আগে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে এখন আর সেই ব্যবসা করেন না। তিনি অপরাধী হলে আইন তাঁর বিচার করবে। তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধর করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।' অভিযোগের বিষয়ে এলিন সরদার বলেন, 'স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়েছিলাম। এ সময় ধানখেতের ভেতরে কয়েকজন মাদক সেবন ও বিক্রি করছেন–এমন খবর পেয়ে সেখানে গেলে কয়েকজন পালিয়ে যান। পরে কামালসহ দুজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করি।' এলিনের দাবি, কামাল পরিচিত মাদক ব্যবসায়ী এবং এর আগেও একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছেন। তবে আটকের সময় কামালের কাছ থেকে কোনো মাদকদ্রব্য বা মাদক সেবনের সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছিল কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'না, সেখান থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে যারা দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছে, তাদের কাছে হয়তো ছিল।' কামালকে মারধরের বিষয়ে এলিন বলেন, 'হ্যাঁ, তাকে হালকা-পাতলা মারধর করা হয়েছে। এটা মিথ্যা নয়।' তাঁর দাবি, ভালো কাজ করতে গেলে কিছু কুচক্রী মহল তা ভিন্নভাবে নেওয়ার চেষ্টা করে। মাদক ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তিনি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কামাল ও অপর এক ব্যক্তিকে নিয়ে যায়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের প্রত্যেককে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম মেহেদী হাসান বলেন, 'অসংলগ্ন আচরণের কারণে তাঁদের সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।' জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তদন্তের জন্য পুলিশ সুপার ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট শাহাদাৎ হোসেন বলেন, বিএনপি কোনো ধরনের গণবিচার সমর্থন করে না। দলের কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটালে তার দায় দল নেবে না; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই দায় নিতে হবে।

তজুমদ্দিনে সালাউদ্দিন ও মঞ্জুর

পটপরিবর্তনের পর কিছুদিন পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও পরবর্তী সময়ে আবারও এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। সাংবাদিকদের হাতে আসা একটি এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৭ আগস্ট রাতে চর মোজাম্মেল এলাকায় এক গৃহবধূ ও তাঁর পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ওই গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। অন্যদিকে,সাংবাদিকদের হাতে আসা কোস্টগার্ডের একটি নথি অনুযায়ী,গত ২৭ মার্চ রাতে তজুমদ্দিনের চাঁদপুর ও শম্ভুপুর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী মেঘনা নদীসংলগ্ন মুক্তিযোদ্ধা বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সশস্ত্র ব্যক্তিদের পালানোর চেষ্টা এবং মো. হারুন দফাদারকে ঘিরে তথ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি নথিতে উল্লেখ রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানান, (১) সালাউদ্দিন, পিতা–ইব্রাহিম মাঝি এবং (২) মঞ্জু, পিতা–মজিবুল মাঝি; উভয়েই ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের বিরুদ্ধে নোয়াখালী ও তজুমদ্দিনসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এত মামলা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পুলিশের নাকের ডগায় চলাফেরা করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের ক্ষমতার উৎস কোথায়–জনমনে এমন প্রশ্ন উঠেছে। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়,অপরাধীরা কি পুলিশকে মাসোয়ারা দিয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন? এদিকে, ভোলা-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করে কোনো অপরাধকে প্রশ্রয় না দেওয়ার এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি,অভিযোগগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা এবং চর মোজাম্মেলের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

ঝুঁকিপূর্ণ সেতুতে ভোগান্তি ৫০ হাজার

২০০১ সালে খেকুয়ারী বাজারসংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) একটি লোহার সেতু নির্মাণ করে। তবে ২০১০ সালেই সেতুটির বিম বাঁকা হয়ে দেবে যায়। ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘদিন চলাচলের পর ২০২০ সালে সেতুটিকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয় এলজিইডি। এরপর থেকে গুলিশাখালী ও কুকুয়া ইউনিয়নের মানুষের যোগাযোগ ও কৃষিপণ্য পরিবহনে ভোগান্তি বেড়েছে। বিশেষ করে গুলিশাখালী ইউনিয়নে প্রতিবছর প্রায় ৫০ কোটি টাকার তরমুজ উৎপাদিত হলেও সেতু দিয়ে পণ্যবোঝাই যানবাহন চলাচল করতে না পারায় পাইকারি ক্রেতারা আসতে চান না। এতে তরমুজচাষিরা লোকসানের মুখে পড়ছেন। পাশাপাশি খেকুয়ারী বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্যেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মানববন্ধনে আমতলী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. তোফাজ্জেল হাওলাদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মো. দেলোয়ার মুন্সি, প্রভাষক ফারুক হোসেন, মোশাররফ হোসেন মোল্লা, কবির পঞ্চায়েত, মোমেন আকন, মোস্তফা ঘরামী ও ইউপি সদস্য ছত্তার মিয়াসহ স্থানীয় ব্যক্তিরা। বক্তারা বলেন, ২০০১ সালে মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সেতুটি নির্মাণ করা হলেও নির্মাণকাজে অনিয়মের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই এটি অকেজো হয়ে পড়ে। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে সেতুটি দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুত পুরোনো সেতুর স্থানে গার্ডার সেতু নির্মাণের দাবি জানান তাঁরা। এ বিষয়ে আমতলী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী মো. ইদ্রিস মিয়া বলেন, খেকুয়ারী বাজারের লোহার সেতুর জায়গায় দ্রুত গার্ডার সেতু নির্মাণ করা হবে। ইতিমধ্যে সেতু নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এর নকশা তৈরির কাজ চলছে।

ঋণের বোঝা সইতে

ক্ষুদ্র ব্যবসা করতেন। সীমিত আয়ে সংসারের অভাব-অনটন দূর করতে না পেরে বিভিন্ন সময় ঋণ নিতে শুরু করেন তারা।তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইতি রানী স্থানীয় পাঁচটি এনজিও থেকে মোট ২ লাখ ২৭ হাজার ৭২৩ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া তার স্বামী দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস একটি এনজিও থেকে ৮০ হাজার টাকা এবং ব্যক্তিগতভাবে আরও দুই ব্যক্তির কাছ থেকে এক লাখ টাকা ধার নেন। সব মিলিয়ে তাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লাখ ৭ হাজার ৭২৩ টাকা।পুলিশের ভাষ্য, অধিকাংশ ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করলেও পুরো ঋণ শোধ করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন ইতি রানী। সংসারের আর্থিক সংকট কাটাতে স্বামীর ব্যবসায় সহযোগিতার পাশাপাশি জেলা পরিষদের ডাকবাংলোয় পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে চাকরি নেন তিনি। ঘটনার প্রায় দুই মাস আগে সেখানে কাজ শুরু করেছিলেন।পুলিশ জানায়, গত ৩ জুন বুধবার বেলা ১১টার দিকে দুই মেয়েকে নিয়ে ডাকবাংলোয় যান ইতি রানী। দুপুরের দিকে ডাকবাংলোর তৃতীয় তলার একটি কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান অন্য কর্মীরা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি কক্ষ থেকে বড় মেয়ে আরাধ্যা এবং অন্য একটি কক্ষ থেকে ইতি রানী ও ছোট মেয়ে অনুরাধার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।একসঙ্গে মা ও দুই মেয়ের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। পরে গত ৯ জুন ইতি রানীর স্বামী দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে বরগুনা থানায় মামলা করেন।মামলাটির তদন্তে পরিবারের আর্থিক সংকট ও ঋণের বিষয়টি সামনে আসে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে ঋণজনিত দুশ্চিন্তা থেকে ইতি রানী দুই মেয়েকে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. মুকিত হাসান খান বলেন, ইতি রানীর স্বামীর কোনো জমিজমা নেই। তাদের কোনো পুত্রসন্তানও নেই। স্বামীর আর্থিক অসচ্ছলতা এবং বিভিন্ন এনজিও থেকে নেওয়া ঋণের বোঝায় ইতি রানী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে ঋণজনিত দুশ্চিন্তা থেকে তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মামলাটি এখনো তদন্তাধীন। অতি শিগগিরই আদালতে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

গাজীপুরে জোড়া খুনের মামলার

আত্মগোপনে ছিলেন। পরবর্তীতে এসআরবি-৮ এর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিত্বে আলোচিত এ মামলার প্রধান অভিযুক্ত আসামি মাজহারুল ইসলামকে বরিশাল এসআরবি-৮ এবং এসআরবি-১ এর যৌথ আভিযানে গ্রেফতার করা হয়। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২৩ অক্টোবর গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার এসআই মো. মিজানুর রহমান, পিএসআই জাবেদ ওমর, কনস্টেবল আনোয়ার হোসেন ও কনস্টেবল ফজলে রাব্বি রাত্রীকালীন রণপাহারা ডিউটি পালনকালীন তিনজন আসামিসহ থানায় ফিরছিলেন। রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজের মেইন গেটের পশ্চিম পার্শ্বে টঙ্গী-ঘোড়াশাল মহাসড়কে চোর সন্দেহে দুজন ব্যক্তিকে তল্লাশিকালে কালীগঞ্জ পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ঘটনাস্থলে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করেন। এ সময় রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটার দিকে টঙ্গী থেকে ঘোড়াশালগামী দ্রুত ও বেপরোয়াগতির একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পুলিশ সদস্য ও বিএনপি নেতাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে পিএসআই জাবেদ ওমর ও কনস্টেবল ফজলে রাব্বি গুরুতর আহত হন। এরপর চালক বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম মোল্লার ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এসআই মিজানুর রহমান ঘাতক ট্রাকটি আটকানোর চেষ্টা করলে চালক গতি বাড়িয়ে তাকে ট্রাকের সামনে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রায় পাঁচ শ গজ টেনে নিয়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওইদিন ভোর সাড়ে ৬টার দিকে এসআই মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় কনস্টেবল আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানায় একটি হত?্যা মামলা দায়ের করেন। চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত মো. মাজহারুল ইসলামকে গ্রেফতারের জন্য এসআরবি-১ এর সিপিসি-৩ এবং এসআরবি-৮ চৌকস সদস্যরা যৌথ আভিযান চালিয়ে ঘাতক চালককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

পান্ডব নদীর ভাঙনে ধসে পড়ছে

পড়তে পারে। এতে কয়েকটি গ্রামের মানুষের যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত কয়েক দিন ধরে নদীভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিনই নদীর পাড় ভেঙে সড়কের বিভিন্ন অংশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই ভাঙনঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী, বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। ভাঙনকবলিত এই সড়ক দিয়ে একজন বৃদ্ধকে লাঠিতে ভর দিয়ে চরম ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলাচল করতেও দেখা গেছে। স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক মাওলানা মনজুর রহমান বলেন, প্রতিদিন পান্ডব নদী আমাদের গ্রাম গিলে খাচ্ছে। এই রাস্তাটা ভেঙে গেলে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের মানুষের চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আমাদের ঘরবাড়িও থাকবে না। এদিকে, দক্ষিণ সাদিসের ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন বাকেরগঞ্জ উপজেলার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অভ্রজ্যোতি বড়ালসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার অভ্রজ্যোতি বড়াল বলেন, ইতিমধ্যেই আমরাসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা পান্ডব নদীর ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছি। জরুরি ভিত্তিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ভাঙনকবলিত এলাকায় অর্থ বরাদ্দ দিয়ে ভাঙন রোধের চেষ্টা চলমান রয়েছে। দ্রুত ভাঙনকবলিত এলাকায় জিও ব্যাগ বা ব্লক ফেলে অথবা কার্যকর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক ও বসতবাড়ি রক্ষায় জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নদীভাঙন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও স্থায়ী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

হাম ও ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রায়

অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। তবে সরকারী হাসপাতালে এ ভর্তির সংখ্যা আক্রান্তের প্রকৃত চিত্র নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। তাদের মতে এ দুটি রোগেই আক্রান্তের সংখ্যা এর কয়েকগুণ। ইতোমধ্যে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতাল সহ এ অঞ্চলের সরকারী হাসপাতালগুলোতে হামের উপসর্গ নিয়ে যে প্রায় ২৬ হাজার শিশু ভর্তি হয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যাটা প্রায় ৭৪৩। উপসর্গ নিয়ে মৃত ৭৩ জনের মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যাটা ৩'র কোঠায়ই রয়ে গেছে। এমনকি এখনো বরিশাল অঞ্চলে হাম রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাবার কোন লক্ষণ দৃশ্যমান নয়। শুধু অক্টোবরেই এ অঞ্চলে হাম উপসর্গ নিয়ে সরকারী হাসপাতালে যে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিশু ভর্তি হয়েছে, তারমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। তবে সেপ্টেম্বরে বরিশাল অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলোতে হাম'র উপসর্গ নিয়ে ভর্তির সংখ্যাটা ছিল প্রায় ৫ হাজার, যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ১৬ জনের। এ তথ্য অবশ্য গত মাসে বরিশালের সরকারী হাসপাতালগুলোতে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাবার কথা বললেও কোন কোন চিকিৎসকের মতে, আসলে অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থা ছাড়াও কেউ সরকারী হাসপাতালে যেতে চাচ্ছেনা। কারণ শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ সব সরকারী হাসপাতালের মেঝেতেও এখন রোগী রাখার কোন স্থান ফাঁকা নেই। অপরদিকে গত মাসে ডেঙ্গু নিয়ে সরকারী হাসপাতালগুলোতে ভর্তির সংখ্যাটা আগের মাসের তুলনায় সহস্রাধিক বৃদ্ধি পেয়ে ৬,১৮৫ জনে উন্নীত হলেও এসময়ে মৃত্যু হয়েছে আরো ১১ জনের। সেপ্টেম্বরে এ অঞ্চলের সরকারী হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগী ভর্তির সংখ্যাটা ছিল ৫ হাজার ৭৭ জন। আর ঐ সময়ে এ অঞ্চলের সরকারী হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের। ডেঙ্গু আর হাম এখন বরিশাল অঞ্চল জুড়ে একটি ভীতিকর নাম হয়ে উঠেছে। বরিশাল সিটি করপোরেশন ছাড়াও ২৪টি পৌরসভা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ কিছু জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালালেও ডেঙ্গুর বিস্তৃতি ক্রমশ বাড়ছে। বরিশাল মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র সহ কিছু কিছু এলাকায় সব কিছু ঠিকঠাক দৃশ্যমান হলেও অনেক এলাকায় এখনো ঝোপঝাড় আর অপরিচ্ছন্ন ড্রেন এডিস মশার বংশ বিস্তার করছে। তবে পুরো দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বরিশাল মহানগরীতেই ডেঙ্গুর প্রকোপ কম থাকলেও নগরীর শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এখনো ডেঙ্গু রোগীতে ঠাসা। এ অঞ্চলের সরকারী হাসপাতালগুলোতে এ পর্যন্ত যে ২৯ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে তার ২৫ জনই মারা গেছে এ হাসপাতালটিতে। অপরদিকে হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত প্রায় ২৬ হাজার হাম রোগীর মধ্যে এ হাসপাতালটিতেই প্রায় ৮ হাজার রোগী ভর্তি করা হয়েছে। যারমধ্যে মারা গেছে ৫৮টি শিশু। তবে যে ৩ হাম রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ তার সবই বরগুনা হাসপাতালে। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রতিটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে বার বারই নগর মহানগরগুলোর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তবে এবার শহর এলাকার তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেক বেশি বলে পরিসংখ্যান বলছে।

হারিয়েছে

মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স পি এল সি এর মূল জীবন বীমা দলিল হারিয়েছে যাহার পলিসি নং 02391273 নামঃ জায়েদা বেগম ও পলিসি নং E000709299 নামঃ মোঃ মাহাবুব

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ শনিবার ॥ ৩১ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ১৫ কার্তিক ১৪৩৩

ইরান যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হবে, দাবি ট্রাম্পের

কীর্তনখোলা ডেস্ক
ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হবে বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী কংগ্রেস নির্বাচনের আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ আশাবাদ প্রকাশ করেন। তবে কীভাবে ৩ এর পাতায় দেখুন

গাজার পক্ষে বিশ্বজুড়ে বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট, কতটা প্রভাব পড়বে?

কীর্তনখোলা ডেস্ক
যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র পৌঁছাতে শুধু অস্ত্র তৈরি করলেই হয় না, প্রয়োজন জাহাজ, বন্দর ও শ্রমিকদেরও। অস্ত্র সরবরাহের এ ব্যবস্থায় বাধা দিতে এবার একযোগে ধর্মঘটে নেমেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বন্দরশ্রমিকেরা। গাজায় ফিলিস্তিনিদের ২ এর পাতায় দেখুন

ঋণের বোঝা সইতে না পেরে দুই মেয়েকে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছিলো মা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরগুনা জেলা পরিষদের ডাকবাংলো থেকে মা ও দুই মেয়ের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পরিবারের ঋণের তথ্য সামনে এসেছে। স্বামী-স্ত্রীর নামে বিভিন্ন এনজিও ও ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ৪ লাখ ৭ হাজার ৭২৩ টাকা। এই ঋণের চাপ ও আর্থিক সংকটে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে দুই মেয়েকে হত্যার পর মা ইতি রানী (৩৪) আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে বরগুনা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. মুকিত হাসান খান এসব তথ্য জানান। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১৫ বছর আগে বরগুনা পৌরসভার কড়ইতলা এলাকার বাসিন্দা দুলাল চন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয় ইতি রানীর। তাদের দুই মেয়ে আরাধ্যা বিশ্বাস (১২) ও অনুরাধা বিশ্বাস (৩)। দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস ছোট একটি টেইলারিং দোকান পরিচালনার পাশাপাশি সুপারির ৩ এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে জোড়া খুনের মামলার আসামি পিরোজপুরে গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ঢাকার গাজীপুরে আলোচিত পুলিশ কর্মকর্তা ও বিএনপি নেতার প্রাণহানির ঘটনায় ঘাতক ট্রাকচালক মাজহারুল ইসলামকে (২৫) গ্রেফতার করেছে বরিশাল এসআরবি-৮ এর সদস্যরা। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে পিরোজপুরের জিয়ানগর থানাধীন চারাখালী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে বরিশাল এসআরবি-৮ এর সহকারী পুলিশ সুপার ও মিডিয়া অফিসার সাথী আক্তার এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, মাজহারুল গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক মিজানুর রহমান ও স্থানীয় বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম মোল্লা (৪৫) হত্যা মামলার আসামি। ওই মামলায় তিনি ৩ এর পাতায় দেখুন

পান্ডব নদীর ভাঙনে ধসে পড়ছে পাকা সড়ক, আতঙ্কে এলাকাবাসী

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠী ইউনিয়নের দক্ষিণ সাদিস গ্রামে পান্ডব নদীর অব্যাহত ভাঙনে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নদীর তীব্র ভাঙনে ধসে পড়ছে নদীতীরবর্তী গ্রামীণ পাকা সড়কটি। এতে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি বসতভিটা হারানোর আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। শুক্রবার সরেজমিনে দেখা যায়, দক্ষিণ সাদিস গ্রামের প্রধান পাকা সড়কটির একটি বড় অংশ ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সড়কের মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট দীর্ঘ গভীর ফাটল। যেকোনো মুহূর্তে সড়কের বাকি অংশও ধসে ৩ এর পাতায় দেখুন

ঝুঁকিপূর্ণ সেতুতে ভোগান্তি ৫০ হাজার মানুষের, গার্ডার সেতুর দাবি

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরগুনার আমতলীতে আমড়াগাছিয়া নদীর ওপর গার্ডার সেতু নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন কয়েক হাজার মানুষ। খেকুয়ারী বাজারসংলগ্ন লোহার সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ ও যান চলাচলের অনুপযোগী থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন দুই ইউনিয়নের অন্তত ৫০ হাজার মানুষ। ব্যাহত হচ্ছে কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খেকুয়ারী বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পায়রা নদীর শাখা আমড়াগাছিয়া নদীটি আমতলী উপজেলার গুলিশাখালী, কুকুয়া ও আঠারোগাছিয়া ইউনিয়ন ঘিরে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীর ওপর নির্ভরশীল তিন ইউনিয়নের অন্তত এক লাখ মানুষ। একসময় নদী পারাপারে ১০টির বেশি খেয়া নৌকা চলাচল করত। ৩ এর পাতায় দেখুন

'মাদক অভিযানের' নামে যুবককে কোমরে দড়ি বেঁধে পায়ের তলায় পেটালেন বিএনপি নেতা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ঝালকাঠির সদর উপজেলার বিনয়কাঠি ইউনিয়নে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে এক যুবককে কোমরে দড়ি বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সদস্য সরদার এনামুল হক ওরফে এলিন সরদারের বিরুদ্ধে। নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার নির্যাতনের শিকার মো. কামাল মাঝির স্ত্রী সোনিয়া আক্তার জেলা প্রশাসকের কাছে এলিন সরদারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগের ৩ এর পাতায় দেখুন

পায়রা সেতুর টোলপ্লাজায় ৩৭৫ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবক আটক

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
পটুয়াখালীর দুমকিতে লেবুখালী পায়রা সেতুর টোলপ্লাজা এলাকায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৭৫ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিয়মিত চেকপোস্টে তল্লাশির সময় তাঁদের আটক করে দুমকি থানা পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালী সদর উপজেলার চর মৌশাদি গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে রাকিব হাওলাদার (২৪) এবং একই গ্রামের দেলোয়ার শিকদারের ছেলে সিদ্দিক শিকদার (২২)। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দুমকি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এইচ এম সজিব সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে লেবুখালী পায়রা সেতুর টোলপ্লাজা এলাকায় নিয়মিত চেকপোস্টের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় দুই যুবকের চলাফেরা সন্দেহজনক মনে হলে তাঁদের থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ৩৭৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেলিম উদ্দিন জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।

তজুমদ্দিনে সালাউদ্দিন ও মঞ্জুর তাণ্ডবে আতঙ্কিত এলাকাবাসী

এম এইচ মোর্শেদ, বোরহানউদ্দিন
ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের চর মোজাম্মেল এলাকায় সালাউদ্দিন ও মঞ্জু নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডাকাতি, জমি দখল, মাদক কারবার ও নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের মামলা থাকার পরও প্রকাশ্যে চলাফেরার অভিযোগে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। স্থানীয়দের অভিযোগ,অতীতে তাঁদের প্রভাবে এলাকায় জোরপূর্বক জমি দখল, মাদক কারবার,নারী নির্যাতন ও ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হতো। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক ৩ এর পাতায় দেখুন

সবজির দাম কমায় কমেছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
দেশের বাজারে একদিকে কিছু পণ্যের দাম কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় বেশ কিছু পণ্যের দাম। সবজির পাশাপাশি চাল ও গমের দাম কমায় খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে ডিম, আলু, মাছ, মাংস ও দুধের মতো পুষ্টিকর খাবারের দাম এখনো বাড়তি। এর সঙ্গে জ্বালানি ও আমদানিনির্ভর পণ্যের বাড়তি দাম সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে তুলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির ধরন: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে গড়ে ৭ দশমিক ১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আগের প্রান্তিকে এ হার ছিল ৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ। একই সময়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতিও ৯ দশমিক ২১ শতাংশ থেকে কমে ৮ দশমিক ৩১ শতাংশ হয়েছে।তবে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমলেও বাজারে সব পণ্যের দাম কমেনি। বিশেষ করে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারের দাম বাড়ছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে এসব পণ্যের অবদান ৫১ শতাংশের ৩ এর পাতায় দেখুন

আইসিইউ-সিসিইউ চালুর দাবিতে হাসপাতালে যুবকের অবস্থান

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ভোলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) ও করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) চালুর দাবিতে টানা তৃতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন এক যুবক। প্রায় ২০ লাখ মানুষের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে দ্রুত এসব সেবা চালুর দাবি জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ৩টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত হাসপাতালটির নতুন বহুতল ভবনের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে অবস্থান করেন সদর উপজেলার বাসিন্দা নয়ন খান। তাঁর দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে আরও কয়েকজন যুবক কর্মসূচিতে অংশ নেন। নয়ন খানের দাবি, গত সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাঁর অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালটিতে নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসা, আইসিইউ ও সিসিইউ সুবিধা না থাকায় তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। এ ঘটনা ৩ এর পাতায় দেখুন

নিষেধাজ্ঞার শেষ রাতেই এলো ইলিশ বোঝাই ট্রলার, আইন মানা নিয়ে প্রশ্ন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে সরকারের দেওয়া ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়েছে ২৯ অক্টোবর রাত ১২টায়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পরপরই গভীর রাত থেকে ইলিশবোঝাই ট্রলার নিয়ে আলিপুর-মহিপুর মৎস্যবন্দরে ফিরতে দেখা গেছে জেলেদের। এতে নিষেধাজ্ঞার শেষ রাতেই মাছ শিকারের অভিযোগ তুলে ২২ দিন মাছ ধরা বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশনা কতটা কার্যকর হয়েছে; তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় সচেতন মহল। ৩ এর পাতায় দেখুন

কাউখালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
পিরোজপুরের কাউখালীতে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করার অপরাধে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ব্যস্ততম দক্ষিণ বাজার এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেহেনা আক্তার। আইন অমান্য করে ফুটপাত দখল করায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ২ হাজার টাকা করে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ৩ এর পাতায় দেখুন

ট্রান্সফরমার চুরির চেষ্টা গণঅধিকার পরিষদের নেতা আটক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরির চেষ্টাকালে গণঅধিকার পরিষদের গোলখালী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতিকে ধরেছেন স্থানীয়রা। তার নাম মো. মনির মীর। তিনি সাবেক ইউপি সদস্যও। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গলাচিপার নলুয়াবাগী গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ধরে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে তাকে আটক করে। আটক মনির মীর গোলখালী ইউনিয়নের পূর্ব গোলখালী গ্রামের আ. কাদের মীরের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নলুয়াবাগী গ্রামের কয়েকজন জেলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মজিবুল হক মেম্বারের বাড়ির পাশের সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তারা এক ব্যক্তিকে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরির চেষ্টা করতে দেখেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে তারা চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। পরে স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে আটক করে পূর্ব দক্ষিণ নলুয়াবাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে আটকে রাখেন। শুক্রবার সকালে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর ৩ এর পাতায় দেখুন

মহানবী সা. নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ বরগুনার তপন ঢাকায় গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে তপন চন্দ্র নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি বরগুনা সদর উপজেলার ১ নম্বর বদরখালী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পাতাকাটা গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে বরগুনা সদর থানা-

পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযোগের পর তপন চন্দ্রকে ঢাকার কল্যাণপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে বরগুনায় নিয়ে আসা হয়। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশ। বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে তপন চন্দ্রকে গত পরশু ঢাকার কল্যাণপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে বরগুনায় আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চাওয়া হয়েছে।

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com